ব্যাকরণগত টিপ্পনী ও অন্যান্য আলোচনা

অয়া = ইদম্ শব্দের (স্ত্রীলিঙ্গ) তৃতীয়ার একবচনের রূপ। অনয়া > অয়া। এক্ষেত্রে মধ্যবর্তী নকারের লোপ হয়েছে। সায়ণ বলেছেন - 'ছান্দসো নকারলোপঃ'। ঋগ্বেদে 'অনয়া' পদটি মাত্র ২ বার ব্যবহৃত হয়েছে। অধ্যাপক ক্ষ. চট্টোপাধ্যায়[1] পদটির ব্যুৎপত্তিপ্রসঙ্গে বলেছেন - 'অ' স্ত্রীলিঙ্গে 'আ' হয় এবং সেই 'আ' শব্দের তৃতীয়ার একবচনে 'অয়া' হয়, যেমন আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ 'লতা' শব্দের তৃতীয়ার একবচনে 'লতয়া' পাওয়া যায়। এখানে বৈদিক শব্দরূপের বৈচিত্র্য লক্ষণীয়।

তে = 'যুষ্মদ্' শব্দের চতুর্থীর একবচনের বৈকল্পিক রূপ। 'ক্রিয়য়াপি যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্' (পা০ সূ০ ১।৪।৩২) অনুসারে এখানে সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি হয়েছে। মহাভাষ্যে বলা হয়েছে-"ক্রিয়াগ্রহণমপি কর্তব্যম্' ইতি চতুর্থী"। সায়ণভাষ্যে 'তে' পদের অর্থ প্রসঙ্গে 'ত্বাম্' অর্থাৎ 'তোমাকে' (অগ্নিকে) এরূপ নির্দেশ করা হয়েছে।

অগ্নে = অগ্নিশব্দের সম্বোধনে প্রথমার একবচন।

বিধেম = √বিধ্ (তুদাদি পরস্মৈপদী) লিঙ্ উত্তমপুরুষ বহুবচন। ধাতুপাঠে 'বিধ বিধানে' এরূপ পঠিত হওয়ায় এর অর্থ 'সেবা করা' বা 'পরিচর্যা করা' (to serve, to wait upon)। নিঘণ্টুতে পরিচরণার্থক ধাতুর তালিকায় 'বিধেম' অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেকারণ সায়ণও এর ব্যাখ্যায় বলেছেন - 'বিধেম পরিচরেম'।

ঊর্জঃ = চুরাদি অকর্মক 'ঊর্জ্' ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক্বিপ্‌প্রত্যয়ে 'ঊর্জ্' শব্দ নিষ্পন্ন। 'ঊর্জ বলপ্রাণনয়োঃ' ইতি ধাতুপাঠঃ। সেকারণ এর অর্থ - 'বলিষ্ঠ হওয়া'। সেই 'ঊর্জ্' শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে 'ঊর্জঃ' পদ নিষ্পন্ন হয়। ঊর্জঃ = বলস্য অর্থাৎ বলের।

নপাৎ = 'নপ্তৃ' বা 'নপাৎ' শব্দের অর্থ পৌত্র বা পুত্র। নিরুক্তে বলা হয়েছে - 'নপাদিত্যনন্তরায়াঃ প্রজায়া নামধেয়ম্ নির্ণততমা ভবতি (নি০ ৮।৫) অর্থাৎ 'নপাৎ' শব্দ ব্যবহিত সন্ততি অর্থাৎ পৌত্রকে বোঝায়। নপাৎ বা পৌত্র নততম বা অতিশয় নিম্ন। প্রথমে পিতা, তার পর পুত্র, তারও পর পৌত্র। নততম > নমৎ > নপাৎ।

---

(১) Vedic Selection (Part II) p. 125

ঊর্জো নপাৎ = বলের পুত্র। মন্থনকালে বলপূর্বক মন্থনের দ্বারাই অগ্নি উৎপাদিত হয়ে থাকে। সেকারণ উপচারবশতঃ অগ্নিকে 'বলের পুত্র' আখ্যা দেওয়া হয়। 'অগ্নিমন্থনকালে বলেন মথ্যমান উৎপদ্যত ইতি পুত্রত্বমুপচর্যতে।'

অশ্বমিষ্টে = 'অশ্বম্' ও 'ইষ্টে' এই দুটি শব্দের সমন্বয়ে পদটি গঠিত হয়েছে। অশ্বম্ + ইষ্টে = অশ্বমিষ্টে। ইচ্ছার্থক ইষ্ - ধাতুর উত্তর ক্তিন্-প্রত্যয় করে ইষ্টি-শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ইষ্ - ধাতুর যোগে এখানে 'অশ্বম্' এরূপ দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে পদটির ব্যুৎপত্তি এভাবে করা যেতে পারে - 'ইষু ইচ্ছায়াম্। এষণমিষ্টিঃ। অশ্বে ইষ্টিঃ যস্য সঃ তৎসম্বোধনম্। মকারাগমশ্ছান্দসঃ'।[1]

'ঊর্জো নপাৎ' এবং 'অশ্বমিষ্টে' পদদ্বয় স্বতন্ত্র সম্বোধনায় পদরূপে গণ্য হওয়ার ফলে সেটি কারো বিশেষণ হিসেবে অন্বিত হয় না। ফলে উভয়ই নতুন বাক্যের প্রারম্ভে ব্যবহৃত হয় বলে পাণিনি 'আমন্ত্রিতস্য চ' (পা০ সূ০ ৬।১।১৯৮) সূত্রানুসারে প্রত্যেকটি পদেরই আদিস্বর উদাত্ত হয়ে থাকে। 'ঊর্জো নপাৎ' পদটির ক্ষেত্রে 'ঊর্জঃ', 'নপাৎ' এর অঙ্গরূপে[2] বিবেচিত হওয়ায় 'ঊর্জো নপাৎ' একপদরূপে পরিগণিত হয়, সেকারণ 'ঊর্জঃ' আদ্যুদাত্ত হলেও 'নপাৎ' কিন্তু সর্বানুদাত্ত হয়ে যায়।

এনা = এনেন। 'ইদম্' শব্দের (পুংলিঙ্গ) তৃতীয়ার একবচনের বৈদিক রূপ। 'অনেন' এই স্বাভাবিক (normal) রূপটি ঋগ্বেদে খুব কমই দেখা যায়। এই পদটিকে অকারান্ত 'এন' শব্দের তৃতীয়ার একবচনের রূপ 'এনেন' হিসেবে গণ্য করা হয়। বৈদিক শব্দরূপের ক্ষেত্রে অকারান্ত শব্দের তৃতীয়ার একবচনে 'আ' হওয়ায় পদটি শেষ পর্যন্ত 'এনা' হয়ে যায়।

সূক্তেন = সূক্তশব্দের তৃতীয়ার একবচনের রূপ। সু + উক্ত = সূক্ত। এখানে 'সু' অর্থাৎ শোভন, 'উক্ত' অর্থাৎ বচন। সুতরাং 'সূক্ত' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় ভাল কথা অর্থাৎ স্তুতি, প্রশংসা, স্তবাদি।

সুজাত = সু (শোভনম্) জাতং (জন্ম) যস্য সঃ তৎসম্বোধনে সুজাত। অগ্নিকে এখানে 'শোভনবংশজাত' বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

---

(১) দ্রষ্টব্য : Vedic Selections (Part II), p. 127

(২) সুবামন্ত্রিতে পরাঙ্গবৎ স্বরে (পা০ সূ০ ২।১।২)

Scanned wit

॥ ৯ (৩) ॥

(সংহিতাপাঠ)	(পদপাঠ)
তং ত্বা গীর্ভির্গির্বণসং	তম্ । ত্বা । গীঃভিঃ । গির্বণসম্ ।
দ্রবিণস্যুং দ্রবিণোদঃ।	দ্রবিণস্যুম্ । দ্রবিণঃ-দঃ ।
সপর্যেম সপর্যবঃ ॥৩॥	সপর্যেম । সপর্যবঃ ॥৩॥

Eng. Trans. O giver of riches, may we, thy worshippers, propitiate thee, who art desirous of (sacrificial) wealth and deserving of praise, by our praises.

অন্বয়ার্থ : দ্রবিণোদঃ (হে ধনদাতা) । ত্বা (তোমাকে) সপর্যবঃ (আমরা পরিচর্যাকারীরা) তং গির্বণসম্ (স্তুতিযোগ্য তোমাকে) দ্রবিণস্যুম্ (হব্যাভিলাষী) গীর্ভিঃ (স্তুতিসমূহের দ্বারা) সপর্যেম (পরিচর্যা করব)।

বঙ্গানুবাদ : হে ধনদাতা অগ্নি ! (আমরা) পরিচর্যাকারীরা স্তুতির যোগ্য ও হব্যাভিলাষী তোমাকে স্তুতিদ্বারা পরিচর্যা করব।

সায়ণভাষ্যম্—হে দ্রবিণোদঃ ধনস্য দাতরগ্নে, তং তাদৃশং গির্বণসম্ গীর্ভিঃ স্তুতিভির্বননীয়ম্ দ্রবিণস্যুম্ হবির্লক্ষণধনেচ্ছুম্ ত্বা ত্বাম্ সপর্যবঃ পরিচরণকারিণঃ বয়ম্ গীর্ভিঃ স্তুতিভিঃ সপর্যেম পরিচরেম ॥৩॥

ব্যাকরণগত টিপ্পনী ও অন্যান্য আলোচনা

তম্ = তদ্ (পুংলিঙ্গ) শব্দের দ্বিতীয়ার একবচন।

ত্বা = যুষ্মদ্-শব্দের দ্বিতীয়ার একবচনের বৈকল্পিক রূপ। 'তং ত্বা' অর্থাৎ সেই তোমাকে অর্থাৎ পূর্বমন্ত্রোক্তগুণবিশিষ্ট অগ্নিকে - এরূপ অর্থ বোঝাচ্ছে।

গীর্ভিঃ = গির্ (স্ত্রীলিঙ্গ) শব্দের তৃতীয়ার বহুবচন। এখানে 'গীর্ভিঃ' অর্থ 'স্তুতিভিঃ' অর্থাৎ স্তুতিসমূহের দ্বারা।

গির্বণসম্ = গীর্ভিঃ বন্যতে ইতি গির্-√বন্ + অসুন্ 'সর্বধাতুভ্যোঽসুন্' (উ০ ৪।১৮৮) ইত্যসুন্প্রত্যয়ঃ। গির উপপদে গির্বণাঃ। শব্দটির ব্যুৎপত্তিপ্রক্রিয়া নিম্নরূপ-গির্ √বন্ অসুন্ > গির্ বন্ অস্ > গির্বনস্ > গির্বণস্ (নকারস্য ণত্বম্) > গির্বণস্ অম্ > গির্বণসম্।

এখানে 'গির্' শব্দের উপধা ইকারের দীর্ঘ না হওয়া বৈদিক ব্যতিক্রম বলে বুঝতে হবে। নিরুক্তে (৬।১৪) শব্দটির ব্যুৎপত্তিপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে - 'গির্বণা দেবো ভবতি গীর্ভিরেনং বনয়ন্তি' অর্থাৎ গির্বণস্ শব্দের অর্থ দেবতা; গির্ + সম্ভজনার্থক 'বন্' (ণিজন্ত) (বন ষণ সম্ভক্তৌ) ধাতু হতে নিষ্পন্ন - স্তোতৃগণ দেবতাকে গির্ অর্থাৎ স্তুতিদ্বারা সংবিভাগে বা দানে প্রবর্তিত করেন। অর্থাৎ স্তুতির দ্বারা দেবতাকে প্রলুব্ধ করে স্তুতিকারী ব্যক্তিরা তাঁর কাছ থেকে ধনাদি লাভ করে থাকেন। লৌকিক সংস্কৃতে 'গীর্বাণঃ'-এই দেবতাবাচক শব্দটি বৈদিক সংস্কৃতে হ্রস্বদীর্ঘব্যত্যয়ের ফলে 'গির্বণাঃ' এরূপ হয়ে গিয়েছে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন।

দ্রবিণস্যুম্ = দ্রবিণম্ আত্মন ইচ্ছতি ইতি দ্রবিণস্ + ক্যচ্ 'সুপ আত্মনঃ ক্যচ্' (পা০ সূ০ ৩।১।৮) ইতি ক্যচ্প্রত্যয়ঃ, 'ক্যাচ্ছন্দসি' (পা০ সূ০ ৩।২।১৭০) ইত্যুপ্রত্যয়ঃ, দ্বিতীয়ৈকবচনে রূপম্। শব্দটির ব্যুৎপত্তিপ্রক্রিয়া নিম্নরূপ - দ্রবিণ ক্যচ্ > দ্রবিণস্ ক্যচ্ ('সুগ্বসুদ্রবিণস্যুর্বৃষণ্যতিরিষণ্যতি' (পা০ সূ০ ৭।৪।৩৬) সূত্রের দ্বারা 'দ্রবিণ' শব্দ হতে 'দ্রবিণস্' নিপাতনসিদ্ধ) > দ্রবিণস্ য্ উ > দ্রবিণস্যু > দ্রবিণস্যু অম্ > দ্রবিণস্যুম্।

দ্রবিণোদঃ = 'দ্রবিণোদস্' শব্দের সম্বোধনে প্রথমার একবচন। 'দ্রবিণ' শব্দপূর্বক গত্যর্থক 'দ্রু' ধাতুর উত্তর 'ইনন্'[1] প্রত্যয়ে 'দ্রবিণোদস্' শব্দ নিষ্পন্ন অথবা, দ্রবিণ + দানার্থক 'দাস্' ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয়ে শব্দটির নিষ্পত্তি করা যায়। দ্রবিণদাস্ > বর্ণবিকারে দ্রবিণোদাস্। 'দ্রবিণোদস্' শব্দের অর্থ 'ধনদাতা' বা 'বলদাতা'। সায়ণ এখানে প্রথমোক্ত অর্থই গ্রহণ করেছেন। নিরুক্তে (৮।১) 'দ্রবিণোদস্' শব্দের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

(১) শব্দটি পদপাঠে অবগৃহীত হয়নি তার কারণ ঈর্ষত্বাব। এখানে সন্ধানে অনিয়ম থাকার অবগ্রহের দ্বারা 'গির্বণসম্' পৃথক্ করা হয়নি। এখানে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের 'সমাসান্যায়ভাঙ্ক্তি' অংশে মনে রাখতে হবে। বৈদিকসংকলন, প্রথম খণ্ডের ৩৬ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(২) 'দ্রুদক্ষিভ্যামিনন্' (উ০ ২০৮)।

Scanned with CamScanner

ইমাং = ইদম্ (সর্বনাম - স্ত্রীলিঙ্গ) শব্দের দ্বিতীয়ার একবচন। পদটি মন্ত্রস্থ 'গিরঃ' শব্দের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

উ = সংহিতাপাঠে যুক্ত 'উ' এই নিপাতটিকে পদপাঠে 'উঁ' এরূপ পরিবর্তন করে পরে ইতি-শব্দ যোগ করা হয়। যেমন — প.পা. উঁ ইতি। এখানে পাণিনির সূত্র — 'উঞঃ', 'ঊঁ' (পা০ সূ০ ১।১।১৭-১৮)। ঋক্প্রাতিশাখ্যে বলা হয়েছে — পদপাঠে ঋক্ষু উকারের সঙ্গে কেবল ইতিশব্দই যুক্ত হবে না, কিন্তু 'উ'কারটি দীর্ঘ ও অনুনাসিক হবে। 'উকারশ্চেতিকরণেন যুক্তো রক্তোঽপৃক্তো দ্রাঘিতঃ শাকলেন' (ঋ০ প্রা০ ১।৭৫)। শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্যে বলা হয়েছে — 'উকারোঽনুনাসিকোঽপৃক্তশ্চ। দীর্ঘঃ প্লুতঃ' (মধ্যা০ ১।৭২-৭৩)। তু০ ঋ০ প্রা০ ৩।১১ (অপৃক্ত দৌ)।

ষু = সংহিতে সু-এর স্ স্থানে ষকার হয়েছে। এখানে পাণিনির সূত্র 'সুঞঃ' (পা০ সূ০ ৮।৩।১০৭)। সংহিতাপাঠে পূর্ববর্তী উকারের প্রভাবে দন্ত্য সকার মূর্ধন্য ষকারে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু পদপাঠে প্রভাবমুক্ত হওয়ায় 'সু' এই অবিকৃত রূপই দেখে পড়ুন। তু০ মধু০ ২৯৭, ঋ০ প্রা০ ৩।৬২।

শ্রুধী = √শ্রু (শুনি পরস্মৈপদী) লোট্ মধ্যমপুরুষ একবচন, সংহিতাদীর্ঘ। এটি বৈদিক রূপ। পদটির ব্যুৎপত্তিক্রিয়া নিম্নরূপ - শ্রু লোট্ > শ্রু সিপ্ > শ্রু হি (সেহ্যপিচ্চ) > শ্রু হি ('শ্রুশৃণুপৄকৃবৃভ্যশ্ছন্দসি' (পা০ সূ০ ৬।৪।১০২) ইতি ধেশ্চিরাদেশঃ) > শ্রুধি। বৈদিক রূপের ক্ষেত্রে ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রমবশতঃ এখানে 'হি' স্থানে শ্রু-প্রত্যয়ে 'শ্নু'-বিকরণ হয়নি। লৌকিক সংস্কৃতে রূপটি হবে - শৃণু। সংহিতাপাঠে 'শ্রুধি' পদের অন্ত্যস্বর দীর্ঘ হয়েছে। এখানে পাণিনির সূত্র-'দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ' (পা০ সূ০ ৬।৩।১৩৫)। সূত্রের অর্থ হল - মন্ত্রে দ্বিস্বরবিশিষ্ট অকারান্ত তিঙন্তপদের অন্ত্যস্বর দীর্ঘ হয়। এখানে মন্ত্র বলতে সংহিতাপাঠকেই বোঝায়। অন্যত্র পদপাঠে কিন্তু 'শ্রুধি' এই হ্রস্ব রূপই থাকবে। স্বরবর্ণের এই দীর্ঘীকরণকে ঋক্প্রাতিশাখ্যে 'সাময়শ সন্ধি' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা এই পদটিকে ধাতু-শ্রু লক্ষণান্বিত লোডন্ত রূপ (imperative form of root-aorist) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা 'বৈদিক সংকলন - প্রথম খণ্ড' ৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গিরঃ = গির্ (স্ত্রীলিঙ্গ) শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচনান্ত রূপ। এখানে 'গিরঃ' পদের অর্থ 'স্তুতিসমূহ'।

॥ ২ (২) ॥

(সংহিতাপাঠ)	(পদপাঠ)
अया ते अग्ने विधे-	अया । ते । अग्ने । विधेम ।
मोर्जो नपादश्वमिष्टे ।	ऊर्जः । नपात् । अश्वम्ऽइष्टे ।
एना सूक्तेन सुजात ॥२॥	एना । सुऽउक्तेन । सुऽजात ॥२॥

Eng. Trans. May we serve you, O Agni, by this (oblation): son of strength, (who is) gratified by prompt sacrifice, (may we please you). O well-born one, by this hymn.

অন্বয়ার্থ : অগ্নে (হে অগ্নি) অয়া (এই আহুতি দ্বারা) তে (তোমার) বিধেম (পরিচর্যা করব)। ঊর্জঃ (বলের) নপাৎ (পুত্র) ! সুজাত (হে শোভনজাত) (তুমি) অশ্বমিষ্টে (অশ্বজয়ী) এনা সূক্তেন (এই সূক্তের দ্বারা)।

বঙ্গানুবাদ : হে অগ্নি ! এ আহুতি দিয়ে তোমার পরিচর্যা করব। হে বলের পুত্র ও অশ্বজয়ী। হে সুজাত অগ্নি ! এই সূক্তের দ্বারা তোমার (উপাসনা) করব।

सायणभाष्यम्–हे अग्ने, ते त्वाम् अया अनयाहुत्या विधेम परिचरेम। हे ऊर्जो नपात् बलस्य नप्तः, तस्य नपात्पित्वात्, हे अश्वमिष्टे व्यापकयज्ञ। यद्वा आशु क्रियमाणं कर्म अश्वम्, तदिच्छतीत्यश्वमिष्टिः। मन्त्रात्मोणा सुपसदमायान्ति। 'ते कर्मभिः समत्वरन्त ते तिस्रः सामिधेनीरनूच्य तिस्रो देवता अयजन्' [ऐ० ब्रा० १५/१] इति ब्राह्मणम्। तादृशाग्ने, ते त्वाम् अया अनयाहुत्या विधेम परिचरेम। तथा हे सुजात शोभन-जनन एना एतेन सूक्तेन स्तोत्रेण, [त्वां] प्रीणयेमेति शेषः। यद्वा सुसुष्ठुस्तुतिना मन्त्रजातेन विधेम ॥२॥

Scanned with [illegible]ner